শায়িত সিন্ধুকে ... দন্ডায়মান

জলের প্রেমিক শুধু বালি খুঁড়ে খুঁজে যায় পাতালের পথ

।। এক ।।
যে চিঠি লিখেছি আমি, বালিচরে, আঙুলে আঙুলে,
কিছু তার কাব্য কথা, কতকটা আঁকিবুকি ভরা
মৎস্যকন্যা তার অপেক্ষা করে আছে আজো -
কখন আসবে তার স্বপ্নের ডাক হরকরা।

।। দুই।।
তাকেও ফিরিয়ে দিই, সমুদ্র দিয়েছিল যাকে
এই শুষ্ক বালিয়াড়ি, এই ক্ষ ঝাউ জঙ্গল---
দুই - হাতে কোশ করে সমর্পণ করেছি সকলি--
লোনা জল নিয়ে যাক, নিয়ে যাক জোয়ারের জল।

।। তিন।।
শঙ্খচিল জানে আর তুমি জানো সাগর কুমারী
কিভাবে তোমার স্রোতে মিশে গেছি প্রতি মোহনায়
ভাঁটায় ভাঁটায় আমি সঙ্কেতে জানাই তোমাকে
শুধু ভালোবেসে নয়, এভাবেও ভালোবাসা যায়।

।। চার ।।
কিছু দিয়ে যাও, কিছু ফেলে রেখে যাও এইখানে
ঝিনুকের খোসা, মরা তারামাছ, ঘূর্ণবাত ঝড়--
আজানু লুণ্ঠিত হয়ে তোমাকে প্রার্থনা জানায়
নিয়ত বায়ুর হিমে ক্ষ শুষ্ক দগ্ধ বাতিঘর।

।। পাঁচ ।।
এক একটা স্রোত বড় দীর্ঘতর, প্রতিত্রিয়া শালী
এক একটা স্রোত ক্ষুদ্র -- নিমেষ সমান
কোন কোনে স্রোত আছে, ছিন্নভিন্ন করে দেয় সব

প্রতি স্রোতে ভেসে আসে তোমার প্রতিশ্রুত স্নান।

।। ছয় ।।
সেদিন শুকনো ঠোঁট দুটো তোর ঢেউয়ের হাওয়ায় কাঁপছিল
সেই ঠোঁটে ঠোঁট রাখায় কত রোমাঞ্চকর পাপ ছিল
এখন কি ঢেউ আছড়ে পড়ে সে'সব বালিয়াড়ির গায়ে
যেসব বালিযাড়িতে তোর পায়ের স্পষ্ট ছাপ ছিল ?

।। সাত ।।
কত কত অন্তরীপ পার হয়ে, সেরে নিয়ে ততোধিক প্রণালীর স্নান
মাস্তুলে ঝড়ের সব দাগ - গন্ধ মুছে ফেলে আজ
প্রতীক্ষায় অবশ কোন মুহূর্তকে আঁকড়িয়ে ধরে
তোমার বুকের খাঁজে এসে ভেড়ে ভ্রান্ত জাহাজ ...

কৌমারীশ


Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com